হোমিওপ্যাথিক

সরল কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা

[নূতন ও সম্পূর্ণ সংস্করণ]

ডাঃ সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন এম. ডি.

সূচীপত্র

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা
অ	
অকজেলিক এসিড	৪০১
অরাম আইয়ড	৪০৩
অরাম আর্স	৪০৪
অরাম ব্রোমাইড	৪০৬
অরাম মেটালিকাম	২৯০
অরাম মিউর	৪০৭
অরাম মিউর নেট্রোনেটাম	৪০৫
অরাম সালফ	৪০৮
অষ্টিলেগো	৪০৯
আ	
আইওডিয়াম	২৪৮
আইরিস ভার্সিকোলার	১৮৫
আর্কটিয়াম লাপ্পা	৪১০
আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	৩৬৬
আর্জেন্টাম মেটালিকাম	৪১২
আর্টিকা ইউরেন্স	৪১৫
আর্নিকা মন্টানা	১০৯
আর্সেনিক আয়োডেটাম	৪১৭
আর্সেনিকস আল্‌বাম	৩৭
আর্সেনিক ব্রেমেটাম	৪১৯
আর্সেনিক মেটালিকাম	৪২০
আর্সেনিক হাইড্রোজেন	৪২১
ই	
ইউকেলিপটাস গ্লোবিউলাস	৪২৪
ইউপেটোরিয়াম পার্ফ লিয়েটস	১১২

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা
ইউপেটোরিয়াম পারপিউরিয়াস	৪২২
ইউফরবিয়া করোলেটা	৪২৮
ইউফর্বিয়াম	৪৭৮
ইউফ্রেসিয়া	৩৭১
ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম	৪৩২
ইগ্নেসিয়া	২৭৪
ইচিনেসিয়া এন্‌গাসটিফোলিয়া	৪২৬
ইথুজা সাইনেপিয়ম	৩৩৯
ইপিকাক	৬৯
ইরিজেরন ক্যানাডেন্সি	৪৩০
ইলাটেরিয়াম	৪৩৪
ইলাপস কোরালিনাস	৪৩৬
ইসকিউলাস হিপো ক্যাষ্টেনাম	৪৩৮
এ	
এইলানথাস	৪৬৭
এক্‌টিয়া রেসিমোসা	২০৮
একোনাইট নেপেলাস	৩৩
একোনাইট র‍্যাডিক্‌স	৩৩৫
এগনাস ক্যাস্‌টস	২৮৭
এগারিকাস মাস্‌কেরিয়াস	৪৪১
এনটিমোনিয়াম ক্রুডম	২৫৫
এন্টিম টার্ট	৭৪
এনথ্রাসিনাম	৪৪৪
এনাকার্ডিয়াম	২৬৪
এপিস মেলিফিকা	২৬০
এপোমফিয়া	৪৪৫

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা
এপোসাইনাম	৩৭৭
এবিস নাইগ্রা	৩৪৯
এব্রোটেনাম	৪৪৬
এমব্রাগ্রিসিয়া	৪৬০
এমোনিয়াম এসিটিকাম	৪৪৯
এমোনিয়াম কার্বনিকাম	৪৫১
এমোনিয়াম কসটিকাম	৪৫০
এমোনিয়াম পিকরিকাম	৪৫৪
এমোনিয়াম বেনজোয়িকাম	৪৫৮
এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম	৪৫৫
এরানিয়া ডায়েডেমা	৪৬২
এরালিয়া রেসিমোসা	৪৬৬
এরাম ট্রিফাইলাম	৪৬৪
এলিয়াম সিপা	৪৬৯
এলুমিনা	৪৭১
এলোজ	১৩৩
এসাফিটিডা	৪৭৬
এসিড ফস	৯৯
এসিড সালফিউরিক	৩৬০
ও	
ওপিয়াম	১৯৭
ক	
ককিউলাস ইন্ডিকা	৩৮৬
কফিয়া ক্রুডা	২৮০
কলচিকাম	৩৪২
কলোফাইলাম	৩০৬
কলোসিন্থ	১৬৯
কষ্টিকম	২২৫
কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস	১৫১
কুপ্রাম মেটালিকাম	১৯১
কেলি কার্ব্বোনিক	২৩২
কেলি বাইক্রম	২২৮
কোনিয়াম	২৮৩
ক্যান্থারিস	১৪২
ক্যামফর	১৮৯
ক্যামোমিলা	১০৬
ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব	১১৪
ক্যালি হাইড্র	
বা ক্যালি আইওড	৩৯৩
ক্রিয়োজোট	৪৮৪
এনটিগাস অক্সি	৪৮৯
ক্রোটন টিগ্‌লিয়াম	৩৩৬
গ	
গ্রাফাইটিস	২১৪
চ	
চায়না	১৫৫
চিনিনাম আর্স	৩৭৩
চিনিনাম সালফ	৩৭৪
চেলিডোনিয়াম	৩২৭
জ	
জিঙ্কাম মেটালিকাম	৩৮৯

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা
জেলসিমিয়াম	৯৩
ট	
টিউক্রিয়াম	৩৪৬
টিউবারকিউলিনাম	৩৯৭
ড	
ডালকামারা	৩৩১
ডিজিটেলিস পারপিউরা	৩৮১
থ	
থুজা	২১৮
ন	
নক্স ভূমিকা	৭৭
নাইট্রিক এসিড	২২২
নেট্রাম মিউর	২৪০
নেট্রাম সালফ	২৩৭
প	
পডোফাইলাম	১৪৬
পালসেটিলা	৮৬
পিক্রিক এসিড	২৭১
প্লাটিনা	৩০৩
ফ	
ফসফরাস	১৩৬
ফসফবিক এসিড	৯৯
ফেরাম মেটালিকাম	৩৮৩
ব	
বার্বেরিস ভালগেরিস	৩২৪
বেলেডনা	৫৫
ব্যাপটেসিয়া	২৫১
ব্যারাইটা কার্ব	২৬৮
ব্যাসিলিনাম	৩৯৭
ব্রাইওনিয়া আলব্	৪৯
ভ	
ভিরেট্রাম আলবাম	১৪৮
ভিরেট্রাম ভিরিডি	৩৭৯
ভেরিওলিনাম	২০১
ভ্যাকসেনিনাম	২০১
ম	
মার্কুরিয়াস কর	১৬৭
মার্কুরিয়াস ভাইভাস	১৬১
মার্কুরিয়াস সল	১৬১
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব	৩৫৪
ম্যাগ্নেসিয়া ফস	৩৫১
ম্যাগ্নেসিয়া মিউর	৩৫৭
ম্যাগ্নেসিয়া সালফ	৩৫৯
ম্যালেনড্রিনাম	২০১
র	
রাস টক্স	৪৫
রিসিনাস কমিউনিস	১৮৭
ল	
লাইকোপডিয়াম	১১৮
লাইকোপাস ভার্জিনিকাস	৪৮২
লিলিয়াম টাইগ্রিনাম	৪৯১
ল্যাকেসিস	২০২
স	
সাইলিশিয়া বা সিলিকা	১৮০
সার্সাপেরিলা	৩২২
সালফার	১২৫

ঔষধের নাম	পৃষ্ঠা
সিকেল করনিউটাম	১৯৪
সিকিউটা	৩৪৭
সিনা	১০৩
সিপিয়া	২৯৪
সিমিসিফিউগা	৩০০
সিয়ানোথাস	৩৭৬
সিলিকা	১৮০
সেনেরেরিয়া	৪৮০
সোরিনাম	২১০
স্যাঙ্গুইনেরিয়া	৩১৯
স্যান্টোনাইন	৩৪৫
স্যাবাইনা	৩০৯
স্পঞ্জিয়া	৩১৬
স্পাইজেলিয়া	৩১৪
ষ্ট্যানাস	৩৬৩
ষ্ট্রামোনিয়াম	৬২
হ	
হাইওসায়েমাস	৬৫
হিপার সালফার	১৭৩
হ্যামামেলিস	৩১১

দ্রষ্টব্য ঃ এই পুস্তকের বর্তমান [৫ম] সংস্করণে ৫৮৩ পৃষ্ঠার পর হইতে আরো কতকগুলি নতুন ঔষধ সংযোজন করা হইল। এই নতুন ঔষধগুলি দি হোমিও রইছী মেডিক্যাল কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ সৈয়দ আমজাদ হুসাইন, এম. ডি কর্ত্তৃক প্রণীত।

ঔষধ শক্তিকৃত করিবার নিয়ম

ঔষধ শক্তিকৃত করিতে ঔষধের প্রকৃতি ভেদে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দরকার হয়।

১। **এলকোহল বা সুরাসার**—হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ডাইলুশন করিতে ৬০ ওভার প্রুভ রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট ব্যবহৃত হয়।

২। **ডাইলুটেড্ এলকোহল বা ক্ষীণ সুরাসার**—৭ ভাগ এলকোহলের সহিত ৩ ভাগ ডিসটিল্ড ওয়াটার মিশাইয়া প্রস্তুত হয়।

৩। **ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটার বা পরিশ্রুত জল**—বক যন্ত্রে জল উত্তপ্ত করিয়া বাষ্পাকারে প্রস্তুত হয়।

৪। **সুগার অব মিল্ক বা দুগ্ধ শর্করা**–সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় ছাগলের দুগ্ধ হইতে প্রধানতঃ ইহা প্রস্তুত হয়।

৫। **বটিকা ও অনুবটিকা**–ইহা বিশুদ্ধ ইক্ষু শর্করা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমূহ দুই আকারে প্রস্তুত হয়। যথা—তরল ও বিচূর্ণ। তরল আদত ঔষধকে মুলাবিষ্ট বা মাদার টিংচার বলে এবং বিচূর্ণ আদত ঔষধকে ক্রুড বলে।

আবার ঔষধ শক্তিকৃত করিতে দুইটি রীতি আছে। যথা—দশমিক ও শততমিক। মহাত্মা হ্যানিম্যান শততমিক রীত্যনুসারে ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। উহার চিহ্ন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি। পরে ডাঃ হেরিং দশমিক রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। উহার চিহ্ন ১ ×, ২ ×, ৩×, ৪×, ৫×, ও ৬× ইত্যাদি। মাদার টিংচারের চিহ্ন Q।

তাজা গাছগাছড়ার রস ও জীবিত প্রাণী হইতে সুরাসার সহ-যোগে মূলারিষ্ট বা মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। আর ধাতু, রাসায়নিক **পদার্থ, শুষ্ক** প্রাণী ও শুষ্ক গাছগাছড়া চূর্ণ করিয়া সুগার অব্ মিল্ক সহযোগে বিচূর্ণ বা ক্রুড্ ঔষধ প্রস্তুত হয়।

এক হাজারেরও অধিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আছে। তাহাদের মধ্যে এক এক প্রকারের কতকগুলি এক এক প্রক্রিয়া মত শক্তিকৃত **হইয়া থাকে**। এই প্রক্রিয়া মাত্র ৯টি। কিন্তু ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রক্রিয়ার ক ও খ করিয়া দুইটি নিয়ম আছে। সুতরাং প্রক্রিয়া ১১টি বলা যাইতে পারে।

১ম প্রক্রিয়া

প্রচুর রসযুক্ত টাট্‌কা গাছগাছড়া হইতে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা এই প্রক্রিয়া মতে শক্তিকৃত করিতে হয় বা ক্রম প্রস্তুত হয়। গাছগাছড়ার রস ও সুরাসার সমপরিমাণ লইয়া উহাদের মাদার টিংচার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দশমিক রীত্যনুসারে শক্তি বা ক্রম

২ ফোঁটা মাদার টিংচার ও ৮ ফোঁটা ডাইলুটেড এলকোহল অথবা ২০ ফোঁটা মাদার টিংচার ও ৮০ ফোঁটা ডাইলুটেড এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ১x শক্তি বা ক্রম প্রস্তুত হয়। ১ ফোঁটা ১x ও ৯ ফোঁটা ডাইলুটেড এলকোহল অথবা ১০ ফোঁটা ১x ও ৯০ ফোঁটা ডাইলুটেড এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ২x শক্তি প্রস্তুত হয়। ১ ফোঁটা ২x ও ৯ফোঁটা ডাইলূটেড এলকোহল অথবা ১০ ফোঁটা ২x ও ৯০ ফোঁটা ডাইলুটেড এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ৩x শক্তি প্রস্তুত হয়। পরবর্তী শক্তি সমূহ ডাইলুটেড এলকোহল পরিবর্তে এলকোহল দিয়া ঐরূপ রীতি অনুসারে শক্তিকৃত করিতে হয়।

শততমিক রীত্যনুসারে শক্তি বা ক্রম

২ ফোঁটা মাদার টিংচার ও ৯৮ ফোঁটা ডাইলুটেড এলকোহল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ১ শক্তি বা ক্রম প্রস্তুত হয়। ১ শক্তির ১ ফোঁটা ও ৯৯ ফোঁটা এলকোহল মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ২ শক্তি প্রস্তুত হয়। পরবর্তী শক্তিসমূহ ঐরূপ রীতি অনুসারে শক্তিকৃত করিতে হয়।

২য় প্রক্রিয়া

অল্প রসযুক্ত টাট্‌কা গাছগাছরা হইতে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা এই প্রক্রিয়া মতে শক্তিকৃত করিতে হয় বা ক্রম প্রস্তুত হয়। এক ভাগ গাছগাছড়ার রস ও দুই ভাগ সুরাসার একত্র মিশ্রিত করিলে উহাদের মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

দশমিক রীত্যনুসারে শক্তি বা ক্রম

২ ফোঁটা মাদার টিংচার ও ৮ ফোঁটা ডাইলুটেড্ এলকোহল অথবা ২০ ফোঁটা মাদার টিংচার ও ৮০ ফোঁটা ডাইলুটেড্ এলকোহল একত্র করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ১x শক্তি বা ক্রম প্রস্তুত হয়। ১ ফোঁটা ১x ও ৯ ফোঁটা ডাইলুটেড এলকোহল অথবা ১০ ফোঁটা ১x ও ৯০ ফোঁটা ডাইলুটেড এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ২x শক্তি প্রস্তুত হয়। ১ ফোঁটা ২x ও ৯-ফোঁটা এলকোহল অথবা ১০ ফোঁটা ২x ও ৯০ ফোঁটা এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০ বার ঝাঁকি দিলে ৩x শক্তি প্রস্তুত হয়। পরবর্তী শক্তি সমূহ ঐরূপ রীতি অনুসারে এলকোহল সহ শক্তিকৃত করিতে হয়।

শততমিক রীতনুসারে শক্তি বা ক্রম

২ ফোঁটা মাদার টিংচার ও ৯৮ ফোঁটা ডাইলুটেড্ এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ১ শক্তি বা ক্রম প্রস্তুত হয়। ১ শক্তির ১ ফোঁটা ও ৯৯ ফোঁটা এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ২ শক্তি প্রস্তুত হয়। পরবর্তী শক্তিসমূহ ঐরূপ রীতি অনুসারে এলকোহল সহযোগে শক্তিকৃত করিতে হয়।

৩য় প্রক্রিয়া

রসবিহীন টাটকা গাছগাছড়া হইতে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা এই প্রক্রিয়া মতে শক্তিকৃত করিতে হয় বা ক্রম প্রস্তুত হয়। এক ভাগ গাছগাছড়া ও দুই ভাগ সুরাসার মিশ্রিত করিলে মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়।

দশমিক রীত্যনুসারে শক্তি বা ক্রম

৬ ফোঁটা মাদার টিংচার ও ৪ ফোঁটা ডাইলুটেটড্ এলকোহল অথবা ৬০ ফোঁটা মাদার টিংচার ও ৪০ ফোঁটা ডাইলুটেড্ এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ১x শক্তি বা ক্রম প্রস্তুত হয়। ১ ফোঁটা ১x ও ৯ ফোঁটা ডাইলুটেড্ এলকোহল অথবা ১০ ফোঁটা ১x ও ৯০ ফোঁটা ডাইলুটেড্

এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ২ x শক্তি প্রস্তুত হয়। ১ ফোঁটা ২x ও ৯ ফোঁটা এলকোহল অথবা ১০ ফোঁটা ২x ও ৯০ ফোঁটা এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ৩x শক্তি প্রস্তুত হয়। পরবর্তী শক্তি সমূহ ঐরূপ রীতি অনুসারে এলকোহল সহযোগে শক্তিকৃত করিতে হবে।

শততমিক রীত্যনুসারে শক্তি বা ক্রম

৬ ফোঁটা মাদার টিংচার ও ৯৪ ফোঁটা ডাইলুটেড্ এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ১ শক্তি প্রস্তুত হয়। ১ শক্তির ১ ফোঁটা ও ৯৯ ফোঁটা এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ২ শক্তি প্রস্তুত হয়। পরবর্তী শক্তিসমূহ ঐরূপ রীতি অনুসারে এলকোহল সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪র্থ প্রক্রিয়া

শুষ্ক গাছগাছড়া ও জীবিত প্রাণী হইতে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা এই প্রক্রিয়া মতে শক্তিকৃত করিতে হয় বা ক্রম প্রস্তুত হয়। অতি সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত জান্তব বা শুষ্ক গাছ গাছড়ার এক ভাগ ও পাঁচ ভাগ সুরাসার মিশ্রিত করিয়া উহাদের মাদার টিংচার প্রস্তুহ হয়। এই ঔষধের মাদার টিংচার ১x শক্তির সমান অর্থাৎ ১x শক্তিই মাদার টিংচার।

দশমিক রীত্যিনুসারে শক্তি বা ক্রম

১ ফোঁটা মাদার টিংচার বা ১x ও ৯ ফোঁটা এলকোহল অথবা ১০ ফোঁটা ১x ও ৯০ ফোঁটা এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ২x শক্তি প্রস্তুত হয়। পরবর্তী শক্তিসমূহ ঐরূপ রীতি অনুসারে এলকোহল সহযোগে প্রস্তুত করিতে হয়।

শততমিক রীত্যনুসারে শক্তি বা ক্রম

১০ ফোঁটা ১x বা মাদার টিংচার ও ৯০ ফোঁটা এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ১ শক্তি প্রস্তুত হয়। ১ শক্তির ১ ফোঁটা ৯৯ ফোঁটা এলকোহল একত্র মিশ্রিত করিয়া দশবার ঝাঁকি দিলে ২ শক্তি প্রস্তুত হয়।

আর্সেনিকম আল্‌বাম

(Arsenicum Album)

৬ষ্ঠ প্রক্রিয়া মতে শক্তিকৃত করিতে হয়

প্রস্তুত প্রণালী—ইহা এক প্রকার ধাতব পদার্থ। ইহাকে সেঁকো বিষ বা দারমুচ বলে। ইহার বিচুর্ণ ও টিংচার উভয় প্রকারেই ক্রয় প্রস্তুত হয়। টিংচার প্রস্তুত করিতে এক ভাগ আর্সেনিক ও তাহার ষাটগুণ ডিস্‌টিল্ড ওয়াটারের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। যখন উহা বিগলিত হইয়া যায় তখন উহার সহিত আরও কিছু পরিমাণ ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার মিশ্রিত করিয়া উহাকে ৯০ ভাগে পরিণত করিতে হয়। তৎপর উহার সহিত শতকরা ৯৫ ভাগ স্পিরিটের দশ ভাগ মিশ্রিত করিয়া উহার টিংচার প্রস্তুত হয়।

প্রধান ক্রিয়া স্থান—শরীরের সকল যন্ত্রের উপরেই ইহার ক্রিয়া গভীর ভাবে প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ শোনিত মণ্ডল, স্নায়ু মণ্ডল, চর্ম্ম, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মূত্রযন্ত্র, হৃদপিণ্ড ও পাকস্থলীর উপর উহার ক্রিয়া প্রধান। ইহা একটি এন্টিসোরিক ঔষধও বটে। ইহার চরিত্র গত লক্ষণ সমূহ বহু ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য ইহা প্রায়ই ব্যবহৃত হয় ও সুন্দর ফল দান করে। ইহা কলেরা ও ম্যালেরিয়ার একটি মহৌষধ। ইহা কি নূতন, কি পুরাতন সকল প্রকারের উৎকট রোগেই পরম উপকারী।

সাধারণ লক্ষণ—যদি কোন রোগীকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শারীরিক ও মানসিক অশান্তি, অবসাদ, অত্যন্ত অস্থিরতা, অত্যধিক দুর্ব্বলতা, পুনঃ পনুঃ অদম্য পিপাসা, মৃত্যু ভয় ও অতিশয় জ্বালা বর্তমান আছে। দিবা বা রাত্রি ১২টা হইতে ২টার মধ্যে রোগ আরম্ভ বা বৃদ্ধি পায়, পানি পান মাত্রই বমি ও কিছু খাইলেই বাহ্যে হয়। খাদ্যদ্রব্য দেখিতে বা গন্ধ সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত হইবার প্রবণতা ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, চর্ম্ম কুঞ্চিত, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চায় ও সব জিনিষ ঠিক জায়গায় সাজাইয়া রাখে। মস্তক ভিন্ন সমস্ত উপসর্গ গরমে উপশম হয়, তবে পীড়ার কোন বিচার না করিয়া আর্সেনিক প্রয়োগ করা যায়।

অত্যন্ত অস্থিরতা অত্যধিক দুবর্বলতা, অবসাদ, দুনিবার্য্য পিপাসা,

অতিশয় জ্বালা, মৃত্যু ভয়, দিবা রাত্রি **১২টা হইতে ২টার মধ্যে** রোগের বৃদ্ধি ও গরমে উপশম এই কয়েকটি আর্সেনিকের চরিত্রগত লক্ষণ মনে রাখিবেন। যে কোন পীড়াই হউক না কেন উল্লিখিত লক্ষণ দেখিতে পাইলেই কাল বিলম্ব না করিয়া আর্সেনিক প্রয়োগ করিবেন।

অত্যন্ত অস্থিরতা, ও দুর্ব্বলতা—আর্সেনিকের অস্থিরতা খুব বেশী। শারীরিক অস্থিরতা ও মানসিক অস্থিরতা দুইটিই আছে। তবে শারীরিক অস্থিরতা অপেক্ষা মানসিক অস্থিরতাই খুব বেশী। সেই জন্য রোগী স্থির থাকিতে পারেনা, কেবলই ছটফট করে, কেন ছটফট করে জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক উত্তর দিতে পারে না এবং বলে যে ছটফট না করিয়া থাকিতে পারি না, তাই ছটফট করি। অস্থিরতার সহিত অত্যধিক দুর্ব্বলতা, এত দুর্ব্বলতা যে নড়িবার শক্তি থাকে না, এমন কি কথা পর্যন্ত বলিতে পারে না, তথাপি ছট্‌ফট্‌ করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ ছট্‌ফট্‌ করিতে পারে না। **কেবল মাথাটী এপাশ ওপাশ করিতে থাকে**। একোনাইট ও রাসটক্‌সেও অস্থিরতা আছে। একোনাইটের অস্থিরতা রোগের প্রথমে প্রকাশ পায় ও রোগীর শরীরে বল থাকে। সেখানে আর্সেনিকের অস্থিরতা রোগের বৃদ্ধির ও শেষ অবস্থায় প্রকাশ পায় ও রোগীর শরীরে বল থাকে না। একোনাইট ও আর্সেনিক **উভয় ঔষধেই অস্থিরতায় ছট্‌ফট্‌** করিয়াও রোগী আরাম পায় না। তবে পার্থক্য এই যে, একোনাইটে বল থাকে আর আর্সেনিকে বল থাকে না ইহাই দেখিয়া চিনিয়া লইবেন। রাসটক্‌সের রোগী কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করিয়া আরাম পাইয়া থাকে।

যে সকল ব্যাধি রোগীকে অতি দুর্ব্বল করিয়া ফেলে তাহাতে আর্সেনিক অতি ফলপ্রদ। যখনই দেখিবেন রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ও তৎসহ আর্সেনিকের চরিত্রগত লক্ষণ ছট্‌ফটানি, জ্বালা ও অদম্য পিপাসা আছে, তখনই ইহাকে স্মরণ করিতে ভুলিবেন না। আরও একটি কথা মনে রাখিবেন যে, নূতন পীড়ায় অস্থিরতা বর্তমান থাকে কিন্তু পুরাতন পীড়ায় অস্থিরতা থাকে না, তখন রোগীর অস্থিরতার পরিবর্তে অবসাদ আসিয়া থাকে।

দুর্নিবার্য্য পিপাসা—আর্সেনিকের পিপাসা দুর্নিবার্য্য, পানি পান করিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটে না, তথাপি অধিক পরিমান পানি পান না করিয়া ক্ষণে ক্ষণে

একটু একটু পানি পান করে, গরম পানি পান করার ইচ্ছা হয়, অনেক সময় পানি পান মাত্রাই বমন করিয়া ফেলে, তবুও আবার পানি চাই। ফস্‌ফরাসেও পানি পানে পর বমন হয়, আর্সেনিকের মত পানি পানের পরক্ষণেই বমন না হইয়া, যখন পানি পাকস্থলীতে গিয়া ৪/৫ মিনিট পর গরম হয় তখন বমন হইয়া থাকে। ব্রাইওনিয়া ও একোনাইটেও পিপাসা আছে; ব্রাইওনিয়ায় বহুক্ষণ অন্তর একবারে বহু পরিমাণ পানি পান করে, আর একোনাইটে ঘন ঘন খুব বেশী পরিমাণে পানি পান করিয়া থাকে। আর্সেনিক ঘন ঘন অল্প অল্প পানি পান করে। একটী কথা স্মরণ রাখিবেন, পুরাতন পীড়ায় কিন্তু আর্সেনিকে তৃষ্ণাহীন হইয়া যায়।

অতিশয় জ্বালা—আর্সেনিকের জ্বালা অতি বেশী, শরীরের এমন স্থান নাই যেখানে আর্সেনিকের জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে পেটেই জ্বালা অধিক হয়। আরও কয়েকটি স্থান বিশেষে জ্বালা দেখা গেলেও, জ্বালা লক্ষণে আর্সেনিক, সিকেলি কর, সালফার ওফসফরাস প্রধান। আর্সেনিকের জ্বালা একটি আশ্চর্য বিশেষত্ব এই যে গরমে অর্থাৎ সেক প্রদানে, আগুণের উত্তাপে গরম ঘরে, উষ্ণ পানি পানে জ্বালার উপশম হয় ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য রোগী গায়ের কাপড় খুলিতে চায় না (নক্‌স ভূমিকা)। আর সিকেলি করে ঠিক আর্সেনিকের বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সর্বাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা অথচ জ্বালা, উক্ত জ্বালায় সামান্য উত্তাপও সহ্য হয় না, ঠাণ্ডায় উপশম পায়, সেইজন্য গায়ে কাপড় দেওয়া মাত্রই ফেলিয়া দেয়। সালফারে কিন্তু হাত, পা, মাথার চাঁদিতে জ্বালা বেশী হয় ও রোগী ঠাণ্ডা চায়। আর ফসফরাসে জ্বালা শরীরের সর্ব্বত্রই হয়, চর্ম্মের উপর হইতে শরীর অভ্যন্তরে গভীরতম স্থানেও ফসফরাসের জ্বালা দেখিতে পাওয়া যায়। তরুণ রোগের জ্বালায় আর্সেনিক ও পুরাতন রোগের জ্বালায় সালফার বেশ খাটে, কিন্তু ফসফরাস তরুণ ও পুরাতন উভয় প্রকার রোগের জ্বালাতেই ব্যবহৃত হয়, ক্যান্থারিস নামক ঔষধে মূত্রদ্বারে জ্বালা, গলা জ্বালায় ক্যাপ্সিকাম, কলেরা রোগে বক্ষের জ্বালায় কার্ব্বভেজ এবং এপিসে মাত্র একটু স্থানে জ্বালা করিয়া উহা ছড়াইয়া পড়ে। একটি কথা মনে রাখিবেন, আর্সেনিকে মাথার বেদনা গরমে উপশম না হইয়া ঠাণ্ডায় উপশম হয়।

মৃত্যুভয়—একোনাইটের ন্যায় আর্সেনিকেও মৃত্যু ভয় আছে তবে

প্রভেদ এই যে, একোনাইটের রোগী মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া মনে করে যে একোনাইটের রোগী মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া মনে করে যে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইবে, এমন কি কবে বা কখন মৃত্যু হইবে সেই সময় বা দিন পর্যন্ত ঠিক করিয়া বলিয়া থাকে। আর আর্সেনিকের রোগী মনে করে যে, তাহার পীড়া আরোগ্য হইবে না, তাহার বুঝি মৃত্যুই হইবে এবং মৃত্যুর কথা মুখে প্রকাশ না করিয়া হৃদয়ে পোষণ করে, আবার কিন্তু জীবনের আশাও একেবারে ত্যাগ করে না।

জ্বর—আর্সেনিক জ্বর রাজ্যের রাজা অর্থাৎ আর্সেনিক জ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ট ঔষধ। সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, সান্নিপাতিক বা টাইফয়েড জ্বর, দূষিত বা সেপ্‌টিক ফিভার এবং প্লীহালিভার সংযুক্ত জ্বর, শোথযুক্ত জ্বর, ঘুষঘুষে জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, জীর্ণ জ্বর ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার নূতন পুরাতন জ্বরেই অতি উপযোগীতার সহিত ব্যবহৃত হয় ও সুন্দর ফল দান করে। কোন কোন চিকিৎসক আর্সেনিকের এত পক্ষপাতী যে, কোনপ্রকার দূষিত জ্বর হইলেই আর্সেনিক দিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এরূপ চিকিৎসা নিতান্ত অন্যায়। লক্ষণ না মিলিলে কোন একটি ঔষধ প্রয়োগ করা হোমিওপ্যাথির নীতি বিরুদ্ধ। **অত্যন্ত অস্থিরতা, দুর্নিবার্য্য পিপাসা** অতিশয় জ্বালা বা অন্তর্দাহ, **দিন বা রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে ২টার মধ্যে জ্বর আক্রমণ বা বৃদ্ধি** ইত্যাদি আর্সেনিকের চরিত্রগত লক্ষণ না পাইলে কখনই ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

বেলা ১২টা হইতে ২টার মধ্যে জ্বর আসা বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া, কেবলমাত্র এই একটি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াই আর্সেনিক প্রয়োগ করিলে অতি সুন্দর ও আশ্চর্য্য ফল পওয়া যায়। একবার একটি ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগী পাইয়াছিলাম। উক্ত রোগীটির প্রত্যহ বেলা ১টায় জ্বর আসিত ও দুইটায় জ্বর অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া ১০৬ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিত। রোগীটির অস্থিরতা ছিল, পাতলা দাস্ত হইত, একোনাইটের মত ঘন ঘন অধিক পরিমাণে পানি পান করিত, ইপিকাকের মত বিবমিষা ও বমন ছিল, তাহাকে একোনাইট, ইপিকাক ও অন্যান্য ঔষধ সেবন করাইয়া কিছুতেই জ্বর বন্ধ করিতে পারে নাই, তবে জ্বর ১০৬ ডিগ্রি হইতে ১০২/৩ ডিগ্রিতে নামিয়াছিল মাত্র। আমি আহুত হইয়া প্রত্যহ বেলা ১২টায় জ্বর আইসে ও ২টায় বৃদ্ধি